বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
'অডিট ভবন'
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
www.cag.org.bd

নং-সিএজি/প্রশা/মুজিব বর্ষ কমিটি/২৮০৩/৩৫৩ তারিখ : ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

সভার বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী "মুজিব বর্ষ-২০২০ উদযাপন" উপলক্ষে আগামী ০৮-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ ঃ ৩০ ঘটিকায় ড. শ্যামল কান্তি চৌধুরী, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র) মহোদয়ের সভাপতিত্বে হাফিজ উদ্দিন খান কনফারেন্স কক্ষে উক্ত কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মোসাঃ মাকসুদা বেগম)
অতিরিক্ত উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)
ফোন : ৪৮৩১০১৭০।

নং-সিএজি/প্রশা/মুজিব বর্ষ কমিটি/২৮০৩/৩৫৩ তারিখ : ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২. জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩. ড. শ্যামল কান্তি চৌধুরী, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি), সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) এর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৬. জনাব মনোয়ারা হাবীব, মহাপরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী, লালাসরাই, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৭. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৮. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, এডিসিজিএ (প্রশাসন), হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯. জনাব ফাহমিদা ইসলাম, মহাপরিচালক, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১০. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর,অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পদ্ধতি), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব আয়েশা খানম, মহাপরিচালক, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. জনাব জামশেদ মিনহাজ রহমান, অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
১৭. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. জনাব জনাব মোসাঃ মাকসুদা বেগম এডিসিএজি (প্রশাসন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৯. অতিরিক্ত উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক(প্রশাসন/পার্সোনেল/একিউএসি/সংসদ/পদ্ধতি/এজিবিএম সেল/পরিচালক (এমআইএস/ গবেষণা ও উন্নয়ন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২০. জনাব তৌফিক শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২১. বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয়ের একান্ত সচিব, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২২. জনাব কামরুজ্জামান, এসিএজি, পরীক্ষা ও পরিদর্শন, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৩. জনাব এস এম নিয়ামুল পারভেজ, ডিসিজিডিএফ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৫. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (এজিবিএম সেল), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৬. নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন/জিবি-১), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৭. পিএ টু ডিসিএজি (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৮. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

০৫/০৩/২০২০
(মোঃ মুজিবুর রহমান)
নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন)
ফোন : ৯৩৩৩২০৮।

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
'অডিট ভবন'
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
www.cag.org.bd

নং-সিএজি/প্রশা/মুজিব বর্ষ কমিটি/২৮০৩/৩৫৪

তারিখ: ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়: **ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০১-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে জরুরি সভার কার্যবিবরণী।**

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ, ২০২০' উপদযাপন উপলক্ষ্যে ০১ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় সিএজি কার্যালয়ের হাফিজউদ্দিন খান সভাকক্ষে ডেপুটি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিনিয়র) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংযুক্তি-ক তে বর্ণিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন।

সভার শুরুতে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় জানান যে, সিজিএ মহোদয় জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং মহাপরিচালক ফিমা মহোদয়ের কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদযাপন সংক্রান্ত জরুরি সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। তারা সভার পূর্বেই সভাপতিকে অবহিত করেছেন। মহাপরিচালক, ফিমার কন্যার বিয়ের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় শুভ কামনা জানান এবং মুজিব বর্ষের পূর্বের সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভাকে অবহিত করার জন্য এডিসিএজি (প্রশাসন)কে নির্দেশ দেন।

এরপর এডিসিএজি (প্রশাসন) জনাব মোসাঃ মাকসুদা বেগম বলেন, পূর্ববর্তী সভার ১৬ নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব বর্ষ, ২০২০ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য চারটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলোঃ ১. অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটি, ২.র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটি, ৩. উপহার সামগ্রি ক্রয় উপকমিটি এবং স্যুভেনিয়র প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপকিমিটি। তিনি পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে সভাকে অবহিত করেন। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপস্থিত সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত ১ এর বিষয়ে জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, সিনিয়র অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) মহোদয় ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সিএজি কার্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পতাকা উত্তোলন ও কেক কাটার আয়োজনের পর সিজিএ, সিজিডিএফ ও অডিট অধিদপ্তরসমূহ তাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে এ বিষয়ে কোন কর্মসূচী আয়োজন করতে হবে কিনা জানতে চান।

এরপর জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর বলেন, এখন সূর্যোদয় হয় ০৬.২০ মিনিটে, ১৭ মার্চ তারিখে সূর্যোদয় হবে ০৬.০৫ মিনিটে। সে কারণে ১৭ মার্চ তারিখে ভোর ০৬.০০ ঘটিকার মধ্যে কোন পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তাগণ সিএজি কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন তা নির্ধারণের জন্য মতামত দেন।

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর বলেন, কেক কাটার কর্মসূচীটি অডিট ভবনের লবিতে করা যেতে পারে। জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ) কেক কাটার জন্য সকলে লবিতে মিলিত হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

১. সিদ্ধান্তঃ

সিএজি কার্যালয়ের অধীনস্থ সকল অফিসের অফিস প্রধানসহ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে অডিট ভবনে পতাকা উত্তোলনের পর অডিট ভবনের নিচতলায় লবিতে সংক্ষীপ্ত আলোচনা ও সিএজি মহোদয় কর্তৃক কেক কাটার আয়োজন করা যেতে পারে বলে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় মতামত দেন। তবে, এ বিষয়ে গঠিত অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি অংশগ্রহণকারীর তালিকা প্রস্তুত করে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় নির্দেশনা দেন।

[কার্যক্রমঃ অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি]

পূর্বের সিদ্ধান্ত ২: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণের বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে গঠিত উপকমিটি প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়ে পরবর্তী সভায় এর অগ্রগতি অবহিত করতে পারেন বলে মতামত দেন।

জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স বলেন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা নেই। যদি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণের সুযোগ না পাওয়া গেলে সিজিএ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা যেতে পারে। তবে, সিজিএ কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালটি ১৭ মার্চ, ২০২০ এর পূর্বে প্রস্তুত সমুন্ন করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, অতিরিক্ত সিজিএ (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, ম্যুরালের কাজ দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৭ মার্চ তারিখের পূর্বেই ম্যুরালটি তৈরি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ১৭ মার্চ সকালে সিএজি মহোদয় কর্তৃক ম্যুরালটি উদ্বোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে পূষ্পস্তবক অর্পণের জন্য একটি টীম প্রেরণ করা যেতে পারে।

২. সিদ্ধান্তঃ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে এবং টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণের বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এর আয়োজন বিষয়ে অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করবেন।

[কার্যক্রমঃ অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি]

পূর্বের সিদ্ধান্ত ৩ঃ শিশুদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, এ কর্মসূচী একদিনের না হয়ে সারা বছর ব্যাপী হতে পারে। এ বিষয়ে গঠিত উপকমিটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে পরবর্তী সভায় এর অগ্রগতি অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদানের জন্য মতামত দেন। তিনি আরো বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে গঠিত উপকমিটিসমূহ চাইলে তাদের সভায় ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয়কে অবজার্ভার হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ফাপাড জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান বলেন, উপকমিটির সভায় সিনিয়র মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানালে সিনিয়র মহোদয়ের প্রচুর সময় ব্যয় হবে। সেক্ষেত্রে, উপকমিটির সভার পর ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয়কে সভার অগ্রগতি অবহিত করতে পারেন বলে মতামত দেন।

৩. সিদ্ধান্তঃ

ক. শিশুদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার কর্মসূচীটি ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে না করে সারাবছর ব্যাপী আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি কর্মসূচীর প্রস্তাব পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। [কার্যক্রমঃ অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি]

খ. মুজিব বর্ষের জন্য গঠিত উপকমিটিসমূহের সভা আয়োজনের পর সভার অগ্রগতি ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। [কার্যক্রমঃ সকল উপকমিটির সভাপতি]

পূর্বের সিদ্ধান্ত-৪ এর বিষয়ে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে একটি উপকমিটি গঠন করার বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় মতামত দেন। তিনি বলেন, মুজিব বর্ষের ক্ষণ

গণনার জন্য যে ঘড়িটি ক্রয়ের জন্য ক্রয়াদেশ দেয়া হয়েছিল তাতে ডিফেক্ট থাকার কারণে ক্ষণ গণনার ঘড়ি স্থাপনে বিলম্ব হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী দু'দিনের মধ্যেই অডিট ভবন প্রাঙ্গণে ক্ষণগণণার ৭' x ৫' ঘড়িটি স্থাপন করা সম্ভব হবে। তিনি আলো বলেন, মতিঝিল এলাকায় সকল স্থাপনায় মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে লাইটিং করা হয়েছে। অডিট ভবনেও লাইটিং করা যেতে পারে। লাইটিং এর জন্য লাইট ভাড়া না করে সরাসরি নবাবপুর হতে লাইট ক্রয়ের জন্য মতামত দেন। লাইট ক্রয় করলে কয়েকবছরব্যাপী লাইটগুলো আলোকসজ্জার কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং খরচও তুলনামূলকভাবে কম হবে মর্মে বলেন। জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, এসএফসি (আর্মি) আলোকসজ্জারর জন্য লাইট ক্রয়ের সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন।

৪. সিদ্ধান্তঃ

ক. জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে যথাসময়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

[কার্যক্রমঃ অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি]

খ. জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সাথ মিল রেখে অডিট ভবনের এলইডি টেলিভিশনে ও নিচ তলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টরের মাধ্যমে জাতীয় পিতার বিভিন্ন ছবি ও অন্যান্য তথ্যচিত্র প্রদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করতে হবে।

[কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

গ. জনাব মোঃ জাহিরুল ইসলাম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পবিবার কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে অডিট ভবনে আলোকসজ্জার লাইট ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। [কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

পূর্বের সিদ্ধান্ত ৫: ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে র‍্যালী আয়োজনের জন্য র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন বলে এডিসিএজি (প্রশাসন) মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন।

র‍্যালীটি কোথা থেকে শুরু হবে এবং এর সিকুয়েন্স কি হবে সি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, অতিরিক্ত সিজিএ (প্রশাসন) মতামত দেন। তিনি বলেন, সিএজি কার্যালয়ের লোকবল অডিট ভবন প্রাঙ্গণে, সিজিএ কার্যালয়ের লোকবল হিসাব ভবন প্রাঙ্গণে, অডিট অধিদপ্তরের লোকবল অডিট কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এবং সিজিডিএফ এর লোকবল হিসাব ভবন প্রাঙ্গণে মিলিত হতে পারেন। পরবর্তীতে সিএজি কার্যালয়ের লোকবলের সাথে মিলিত হয়ে র‍্যালীটি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে অডিট ভবনের লোকবল, এরপর সিজিএ'র লোকবল, সিজিডিএফ'র লোকবল এবং সবশেষে অডিট অধিদপ্তরের লোকবলের অবস্থান থাকতে পারে বলে মতামত দেন।

জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, ডিজি, ফাপাড বলেন, পূর্বের অনুষ্ঠানগুলোতে সিজিএ কার্যালয় কর্তৃক ঘোড়ার গাড়ি ও ব্যান্ডপার্টির আয়োজন করা হতো এবং হিসাব ভবন প্রাঙ্গণ হতে র‍্যালী আরম্ভ করা হতো। মুজিব বর্ষের র‍্যালীটি হিসাবভবন হতে শুরু করা যেতে পারে।

র‍্যালীর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন নির্দেশনা আছে কিনা সে বিষয়ে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, এডিজি (অর্থ) জানতে চান। জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, ডিজি ফাপাড বলেন, মুজিব বর্ষ উদযাপনের পত্রটি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এড্রোস করা হয়েছে এবং সেখানে কোন ধরণের নির্দেশনা ছিল না।

এডিসিএজি (প্রশাসন) বলেন, সিজিএ কার্যালয়ের ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সিএজি কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু ডিসিএ/ডিএও/ইউএও'র অফিসসমূহের জন্য এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশনা থাকবে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান।

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, এডিজি (অর্থ) বলেন, ডিসিএ/ডিএও/ইউএও অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট ডিসি/ইউএনও কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় রেখে নির্দেশনা মোতাবেক মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদযাপন করতে পারেন।

ডিসিএ/ডিএও/ইউএও কার্যালয়সমূহকে সংশ্লিষ্ট ডিসি/ইউএনওদের সাথে সমন্বয় করে মুজিব বর্ষের কর্মসূচী পালনের নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে বলে জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর মতামত ব্যক্ত করেন।

ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, র‍্যালীর জন্য প্রাথমিকভাবে ৩০০০ টি করে টি-শার্ট ও ক্যাপ ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যারা মুজিব বর্ষের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে উক্ত টি-শার্ট ও ক্যাপ প্রদান করা হবে।

কোটপিন, টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণের জন্য অফিস অনুযায়ী সংখ্যা নির্ধারণ এবং বিতরণের পদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব আবুল কালাম আজাদ, ডিজি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে এডিজি (অর্থ) বলেন, বিতরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস দায়িত্ব পালন করবেন। তবে, ১৬ মার্চ সকল অফিসে টিশার্ট ও ক্যাপ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ডিজি, পার্বত্য চট্টগ্রাম র‍্যালীতে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করবেন তা নির্ধারণের জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যালীটি ইতিহাসের একটি অংশ হবে এবং র‍্যালীতে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, ডিসিএজি (পদ্ধতি) র‍্যালীতে ব্যানারের সংখ্যা অফিস ভিত্তিক না হওয়ার উপর জোর দেন এবং সেখানে সিএজি কার্যালয়ের, সিজিএ কার্যালয়ের এবং সিজিডিএফ কার্যালয়ের ব্যানার স্থান পেতে পারে বলে মতামত দেন।

ডিজি, ফাপাড মহোদয় টি-শার্ট প্রত্যেক অফিসের জন্য আলাদা হবে কিনা সে বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি টি-শার্ট সকলের জন্য একইরকম হতে পারে কিন্তু খরচ সংশ্লিষ্ট অফিস বহন করতে পারে বলে মতামত দেন। টি-শার্ট ও ক্যাপের ক্রয়াদেশ কেন্দ্রীয়ভাবে সিএজি কার্যালয় হতে প্রদান করা যেতে পারে বলেও মতামত ব্যক্ত করেন।

ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, সকলের জন্য একই ধরনের টি-শার্ট তৈরি করা হবে। যেহেতু সিজিএ ও সিজিডিএফ'র লোকবল বেশি তাই উক্ত অফিস দুটোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা সিএজি কার্যালয়কে যথাশীঘ্র অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন।

৫. সিদ্ধান্তঃ

ক. ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে কেন্দ্রীয়ভাবে র‍্যালী আয়োজন করতে হবে। র‍্যালীতে সিএজি কার্যালয়ের, সিজিএ কার্যালয়ের এবং সিজিডিএফ কার্যালয়ের ব্যানার রাখতে হবে।

[কার্যক্রমঃ র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটি]

খ. সিএজি কার্যালয়ের অধীনস্থ সকল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একই ধরনের টি-শার্ট ও ক্যাপ ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের লোকবলের সংখ্যা সিএজি কার্যালয়কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে। [কার্যক্রমঃ সকল অফিস প্রধান]

পূর্বের সিদ্ধান্ত ৬ এর বিষয়ে গঠিত র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটি কার্য সম্পাদন করবেন বলে এডিসিএজি (প্রশাসন) মতামত দেন। ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটির নাম র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও প্রার্থণা আয়োজন উপকমিটি করার জন্য নির্দেশনা দেন।

৬. সিদ্ধান্তঃ

ক. র‍্যালী ও দোয়া মাহফিল আয়োজন উপকমিটির নাম পরিবর্তন করে র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও প্রার্থণা আয়োজন উপকমিটি করতে হবে। [কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

খ. ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ যোহরের নামাজের পর সিজিএ'র মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে বা রসনা কালী মন্দির প্রার্থনা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [কার্যক্রমঃ র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও প্রার্থণা আয়োজন উপকমিটি]

৭. সিদ্ধান্তঃ

মুজিব বর্ষের থিম সং সংগ্রহ করে র‍্যালীসহ সকল অনুষ্ঠানে কভার সং হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[কার্যক্রমঃ র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও প্রার্থণা আয়োজন উপকমিটি]

৮. সিদ্ধান্তঃ

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ফিমাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে পেশ করতে হবে।

[কার্যক্রমঃ স্যুভেনিয়র প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি]

পূর্বেরসিদ্ধান্ত ৯ এর বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) বলেন, পূর্বে ফিমাতে জার্নাল প্রকাশ করা হতো যা বিগত কয়েকবছর যাবৎ প্রকাশ করা হচ্ছে না। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ফিমাতে জার্নাল প্রকাশের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, জার্নালটি ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখেই প্রকাশ করতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। জার্নালটি মুজিব বর্ষে প্রকাশের জন্য একটি আলাদা কমিটি করার প্রস্তাব দেন।

অতিরিক্ত সিজিএ (প্রশাসন) বলেন, যেহেতু জার্নাল প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুটোই ফিমা কেন্দ্রীক সে কারণে মহাপরিচালক, ফিমাকে সভাপতি করে স্যুভেনিয়র প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

৯. সিদ্ধান্তঃ

জার্নাল প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, ফিমাকে সভাপতি করে একটি উপকমিটি গঠন করতে হবে।

[কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

১০. সিদ্ধান্তঃ

অডিট এন্ড একাউন্টস বিভাগের সাম্প্রতিক পুনর্গঠনসহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে **Principal Accounting Officer (PAO)** গণকে নিয়ে সেমিনারটি মার্চ, ২০২০ মাসের পরিবর্তে এপ্রিল বা মে মাসে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয় এবং এ বিষয়ে একটি উপকমিটি গঠন করতে হবে। [কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

সিজিএ কার্যালয়ের আওতাধীন ডিসিএ কার্যালয়সমূহে মুজিব বর্ষ, ২০২০ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং ওয়ার্কশপে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর বিষয় এবং পূর্বের ন্যায় Best DAO, Best UAO দের পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

অতিরক্ত সিজিএ (প্রশাসন) মহোদয় বলেন, Best DAO, Best UAO দের পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ডিসিএ, ডিএও, ইউএও কার্যালয়ে ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সিজিএ কার্যালয় উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। সিএজি কার্যালয় হতে এ বিষয়ে অগ্রগতি জানানোর জন্য পত্র দেয়া যেতে পারে।

জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ) বলেন, Best DAO, Best UAO দের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি অডিটের Best AIR এবং Best Audit Team দের পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। ডিজি, পার্বত্য চট্রগ্রাম মহোদয়ও Best AIR এবং Best Audit Team দেরও পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, Best AIR নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সিজিএ ও সিজিডিএফ'র সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১১. সিদ্ধান্তঃ

Best DAO, Best UAO দের পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে সিজিএ কার্যালয় হতে ফিডব্যাক গ্রহণ এবং **Best AIR** এবং **Best Audit Team** দেরও পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। [কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]

১২. সিদ্ধান্তঃ

এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী কর্মসূচীর আয়োজনের জন্য একটি উপকমিটি গঠনের জন্য ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রক্তদান কর্মসূচীটি সারাবছরব্যাপী কয়েকটি ফেজে হতে পারে এবং গৃহীত রক্ত রেড ক্রিসেন্ট বা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে প্রদান করা যেতে পারে।

১৩. সিদ্ধান্তঃ

'মুজিব বর্ষ, ২০২০' উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী সারাবছরব্যাপী কয়েকটি ফেজে আয়োজনের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করতে হবে। **[কার্যক্রমঃ এডিসিএজি (প্রশাসন)]**

১৪. সিদ্ধান্তঃ

সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ পুলিশ সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ না পাওয়া গেলে স্থানীয় আনসার বাহিনীর সদস্যদের কাজে লাগাতে হবে।

[কার্যক্রমঃ র‍্যালী, দোয়া মাহফিল ও প্রার্থণা আয়োজন উপকমিটি]

১৫. সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

১৬. ইতোমধ্যে চারটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

পূর্বের সিদ্ধান্ত ১৭ এর বিষয়ে ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ডায়েরী, প্যাড ও ক্যালেন্ডার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ডায়েরীটি মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭/০৩/২০২০ হতে ৩১/০৩/২০২১ সময়ের হবে বলে সভাকে অবহিত করেন এবং ডায়েরীর প্রতি পৃষ্ঠায় বঙ্গবরন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ছবি এবং বাণী রাখার পরিকল্পনার কথা জানান।

১৭. সিদ্ধান্তঃ

দ্রুততার সাথে ডায়েরী, প্যাড ও ক্যালেন্ডার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। [কার্যক্রমঃ উপহার সামগ্রি ক্রয় উপকমিটি]

১৮. সিদ্ধান্তের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবিধঃ

বিবিধ আলোজনায় ডিসিএজি (পদ্ধতি) জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম বলেন, মুজিব বর্ষ, ২০২০ উপলক্ষ্যে সিএজি কার্যালয় ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ডিসিএজি (সিনিয়র) বলেন, বার্ষিক কীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন একটি ভালো প্রস্তাব এবং Round the year হতে পারে বলে মতামত দেন। ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় আরো বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত একটি এলাকা বা স্কুল বা গ্রুপ কে বই-পত্র বা সাহায্য বা শীত বস্ত্র বিতরণ করা যেতে পারে এবং সে সাহায্য হতে পারে ব্যক্তিগত চাঁদার মাধ্যমে।

জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সমন্বিত টেলিফোন নির্দেশিকা প্রকাশ করা যেতে পারে।

জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স বলেন, টেলিফোন নির্দেশিকাটি বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) এসোসিয়েশন এর ব্যানারে হতে পারে এবং মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) এসোসিয়েশন কর্মসূচীর আয়োজন করতে পারে।

ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় বলেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সভার সকল সদস্য মনে করছে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) এসোসিয়েশন পৃথক কর্মসূচীর আয়োজন করতে পারে এবং এ কর্মসূচীর বিষয়ে বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) এসোসিয়েশন এর ভাইস চেয়ারম্যান সিজিএ মহোদয়কে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

সভায় পরিচালক (এমআইএস) জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, ১১ মে অডিট দিবস উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালী আয়োজন করা যেতে পারে এবং অডিট দিবসে রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা যেতে পারে বলেও মতামত দেন।

মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদযাপন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের যথাযথ প্রচার এবং সাউন্ড সিস্টেম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি উপকমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন এবং এ কমিটিতে সিএএফও, তথ্য মন্ত্রণালয়কে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

পরিশেষে, সভার নোটিশ পাওয়া না গেলেও আগামী ০৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ রোজ রবিবার সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় হাফিজ উদ্দিন খান কনফারেন্স কক্ষে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ডিসিএজি (সিনিয়র) মহোদয় নির্দেশ দেন এবং গঠিত উপকমিটিসমূহ সভা আয়োজন করে তাদের অগ্রগতি আগামী রবিবারের সভায় অবহিত করার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোসাঃ মাকসুদা বেগম)
অতিরিক্ত উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)
ফোন : ৪৮৩১১০১৭০।

নং-সিএজি/প্রশা/মুজিব বর্ষ কমিটি/২৮০৩/৩৫৪ তারিখ: ০৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২. জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩. ড. শ্যামল কান্তি চৌধুরী, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি), সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) এর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৬. জনাব মনোয়ারা হাবীব, মহাপরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী, লালাসরাই, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৭. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৮. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, এডিসিজিএ (প্রশাসন), হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯. জনাব ফাহমিদা ইসলাম, মহাপরিচালক, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১০. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর,অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পদ্ধতি), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব আয়েশা খানম, মহাপরিচালক, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬. জনাব জামশেদ মিনহাজ রহমান, অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
১৭. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. জনাব আফরোজা সুলতানা সালেহ, পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১৯. জনাব সাঈদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
২০. জনাব মোহাম্মদ মমিনুল হক ভূঁইয়া, এডিসিজিএ (হিসাব ও পদ্ধতি), হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২১. জনাব জনাব মোসাঃ মাকসুদা বেগম এডিসিএজি (প্রশাসন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২২. জনাব রওনক তাসলিমা, অর্থ নিয়ন্ত্রক, পে-১, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

২৩. অতিরিক্ত উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক(প্রশাসন/পার্সোনেল/একিউএসি/সংসদ/পদ্ধতি/এজিবিএম-সেল/পরিচালক (এমআইএস/ গবেষণা ও উন্নয়ন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৪. জনাব জি. এম মামুনুর রশিদ, পরিচালক, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা), ঢাকা।
২৫. জনাব তৌফিক শফিকুল ইসলাম, এডিসিএজি (এজিবিএম-সেল), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৬. জনাব সরকার মোহাম্মদ খায়রুল আলম, পরিচালক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৭. জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, উপ-পরিচালক (এমআইএস), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৮. জনাব রিজওয়ান বিন সাঈদ, এসিএজি (রিপোর্ট-১), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২৯. জনাব কাজী রশিদুল আজম, এজিএজি (হিসাব), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩০. বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয়ের একান্ত সচিব, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩১. জনাব কামরুজ্জামান, এসিএজি, পরীক্ষা ও পরিদর্শন, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩২. জনাব এ. টি. এম. মাহফুজার রহমান, ডিসিজিএ (প্রশাসন-২), হিসাব ভবন, ঢাকা।
৩৩. জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান, উপ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, হিসাব ভবন, ঢাকা।
৩৪. জনাব কাজী কাইয়ুম হোসেন, উপ-পরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী, লালাসরাই, মিরপুর-১৪, ঢাকা।
৩৫. জনাব এস এম নিয়ামুল পারভেজ, ডিসিজিডিএফ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩৬. জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, এজিএজি (রিপোর্ট-২), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩৭. জনাব মোঃ জাহিরুল ইসলাম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩৮. জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (রেকর্ড), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩৯. জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪০. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (এজিবিএম সেল), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪১. নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন/জিবি-১), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪২. পিএ টু ডিসিএজি (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪৩. অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

০৫/০৩/2020

(মোঃ মুজিবুর রহমান)
নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন)
ফোন : ৯৩৩৩২০৮।